রেফারির ওপর ক্ষুব্ধ ফালকাও

রাশিয়া, ৫ জুলাই : রাশিয়া বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছে কলম্বিয়া। এই ম্যাচে রেফারি মার্ক গিগারের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে হলুদ কার্ড দেখেন কলম্বিয়ার অধিনায়ক রাদামেল ফালকাও। ম্যাচ হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে হতাশ হয়ে রেফারিংয়ে প্রতি দোষারোপ করেছেন তিনি। ফালকাও বলেছেন,'সত্যি কথা বলতে কি এই ম্যাচের রেফারিং নিয়ে আমার নয়, সবারই সন্দেহ রয়েছে। আমি মনে করি পুরো ম্যাচেই রেফারি ইংল্যান্ডের পক্ষে ছিল। সামান্য ট্যাকলের কারণে আমাদের বিপক্ষে কল দিয়েছেন তিনি। বিপরীতে অনেক সময় ইংলিশ খেলোয়াড়রা আমাদের বাজে ট্যাকল করেছেন। কিন্তু রেফারি এটাকে একেবারেই গুরুত্ব দেননি।' এই নিয়ে কলম্বিয়ার কোচ হোসে পেকারম্যান বলেন,'এই ম্যাচে ইংল্যান্ডের অধিকাংশ খেলোয়াড়কে সামান্য ট্যাকলের কারণে পড়ে যেতে দেখা গেছে। এত বড় দলের কাছে এটা আশা করা যায় না। এটা খুবই দুঃখজনক।'

টি-২০ সিরিজ জয়ের লড়াই ভারতের

কার্ডিফ, ৫ জুলাই : প্রথম টি-২০ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৮ উইকেটে সহজেই হারানোর পর আজ কার্ডিফে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেয়ে সিরিজ পকেটে পোরাই লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার। প্রথম টি-২০ ম্যাচে ভারতের হয়ে বল হাতে দাপট দেখিয়েছিলেন কুলদীপ যাদব। ৪ ওভারে ২৪ রান দিয়ে ৫ উইকেট সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। আর ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন ওপেনার লোকেশ রাহুল। ৫৪ বলে ১০১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে টি-২০ তে দ্বিতীয় শতরান করেন লোকেশ রাহুল। তাই প্রথম ম্যাচের পারফরম্যান্স দ্বিতীয় ম্যাচেও তুলে ধরতে চান তাঁরা। তবে শুধু কুলদীপ যাদব কিংবা লোকেশ রাহুল নন, দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারাতে ভারতের বাকি ভরসারা হতে চলেছেন- রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়া, যজুবেন্দ্র চাহাল, ভুবনেশ্বর কুমার প্রমুখ। এদিকে ভারত-ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচ দেখতে ইংল্যান্ডে এলেন বিরাট কোহলির স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা। দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে গ্যালারিতে বসে ভারতীয় দলকে সমর্থন করবেন তিনি। অন্যদিকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে হারের পর দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া ইংল্যান্ড। প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডের হয়ে ৪৬ বলে ৬৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন জস বাটলার। তাই দ্বিতীয় ম্যাচেও বাটলার ঝড়ের ওপরই ভরসা রাখছে ইংল্যান্ড শিবির। আর বোলারদের মধ্যে ভাল বল করেন ক্রিশ জর্ডন, ডেভিড উইলি ও আদিল রাশিদ। দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচে ভারতকে আটকাতে এই তিন বোলারের ওপরই ভরসা রাখছে ইংল্যান্ড।

নাম বদল, নতুন স্পনসরের সঙ্গে হাত মেলাল ইস্টবেঙ্গল কর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার: ইউবি গ্রুপের সঙ্গে দীর্ঘ ২০ বছরের সম্পর্ক শেষ ইস্টবেঙ্গলের। বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মী লাভ লাল-হলুদ শিবিরের। নতুন মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল কোয়েস। বেঙ্গালুরুর এই কোম্পানির সঙ্গে নতুন চুক্তি হল ইস্টবেঙ্গলের। নতুন মরশুমে বিভিন্ন টুর্নামেন্টে কোয়েস ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব নামেই অংশগ্রহণ করবে। চুক্তির আগে এদিন এক ম্যারাথন বৈঠকে বসেন ক্লাব কর্তা ও বেসরকারি বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তারা। বৈঠকে ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে হাজির ছিলেন দেবব্রত সরকার ছাড়াও তাবড় কর্মকর্তারা। দীর্ঘদিনের চুক্তি পাশাপাশি বছরে কত টাকা কোয়েস অনুমোদন করবে তাও বলা নেই। তবে ক্লাবের উন্নতির জন্য বৃহৎ পরিমাণ টাকা খরচ করতেও কার্পণ্য করবেন না নতুন স্পনসর। কোয়েসের সঙ্গে মৌ-চুক্তি সারতে মধ্য কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে হাজির ছিলেন কোয়েসের কর্ণধার অরিজিৎ আইজ্যাক, সিইও সুব্রত নাগ, ইস্টবেঙ্গলের সভাপতি প্রণব দাশগুপ্ত, সচিব কল্যাণ মজুমদার, সহ-সচিব শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত। এছাড়া হাজির ছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি সুব্রত দত্ত, সচিব কুশল দাস, আইএফএ সচিব উৎপল গাঙ্গুলী। নতুন স্পনসর পাওয়ায় খুশির হাওয়া ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। নতুন স্পনসর পেয়ে আইএসএলে খেলার ভাবনা শুরু ইস্টবেঙ্গলের। দু'বছর পর ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শর্তবর্ষ। তার আগে নতুন স্পনসর কোয়েসের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতীয় ফুটবলে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ইস্টবেঙ্গল। ক্লাবের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ইউবি গ্রুপ স্পনসরশিপ ছেড়ে দেওয়ার পর ক্লাব চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সংকট কাটিয়ে ওঠার একটি উজ্জ্বল পথ মিলেছে। জানানো হয়েছে, চুক্তির পর ইস্টবেঙ্গলের জন্য স্পনসর খুঁজতে খুঁজতে ঝাঁপাবে দু'পক্ষই। স্পনসরশিপের টাকা থেকে লভ্যাংশের ভাগ পাবে ক্লাব। তবে আইএসএলে খেলবে কি না তা খোলসা করে বলেনি কোনও পক্ষই। ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জানানো হয়েছে, দেশের পয়লা নম্বর লিগে খেলবে ক্লাব। ক্লাবকর্তাদের দাবি, ভারতীয় ফুটবলে এই ধরনের চুক্তি এই প্রথম। ভারতীয় ফুটবলে স্পনসরশিপ এলেও এর আগে বাণিজ্যিকভাবে সরাসরি বিনিয়োগ করেনি কেউ। সেক্ষেত্রে ক্লাব পরিচালনা ও ফুটবল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্পনসরের তেমন কোনও অংশীদারিত্ব থাকত না। কিন্তু বিনিয়োগকারীর সেই অধিকার থাকবে। ঠিক যেমনটা থাকে বাইরের দেশের ক্লাবগুলিতে।

বলের আঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু কলকাতার উঠতি ফুটবলারের

প্রিয় খেলাই প্রাণ কাড়ল রূপকুমারের

স্টাফ রিপোর্টার: বাঙালির প্রিয় খেলা ফুটবল। সেই ফুটবলকেই জীবন হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন বেলঘড়িয়ার নিউ বাসুদেবপুরের বাসিন্দা ১৯ বছরের তরুণ ফুটবলার সাগর দাস। উচ্চমাধ্যমিকের ফলপ্রকাশের পর বেলঘড়িয়ার ভৈরব গাঙ্গুলী কলেজেই প্রথমবর্ষে ভর্তি হয়েছিল সে। কিন্তু আর ক্লাস করা হল না তাঁর। বেলঘড়িয়ার সাগর দাসও ছিল মেসির প্রাণ। সারা রাত জেগে দেখতেন বিশ্বকাপের খেলা। নিজের পছন্দের দেশকে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলতে পারেনি। তবু ভক্তদের মধ্য থেকে তাঁর আসন টলেনি। তাই বিশ্বকাপে মেসি ও অন্যান্য খেলোয়াড়দের খেলা দেখে তাদের স্কিল অনুকরণ করতে চেষ্টা করত নিজের খেলায়। দেশপ্রিয়নগর ব্যায়ামগারের মাঠে স্থানীয় দুই ক্লাবের খেলা ছিল। সেখানে সাগর ক্লাবের স্ট্রাইকার হিসাবে খেলছিল। ম্যাচে তিনি বিশ্বকাপে মেসির করা গোলের মতো গোল করতে গিয়েছিল। কিন্তু ভারসাম্য রাখতে না পেরে পরে যায়। আর বলটি সজোরে এসে আঘাত করে বুকে। মাঠেই চেতনা হারান সাগর। ছুটে আসেন বাকি খেলোয়াড়রা। তারা সাগরের জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করেন। কাজ না হওয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় কামারহাটি সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে। সেখানে তাকে আইসিইউতে রাখা হয়। কিন্তু সাগরের আর জ্ঞান ফেরেনি। সাগরের এই অকাল মৃত্যুতে সাগরের পরিবারের তো বটেই পাড়া প্রতিবেশিদের মধ্যে ও তাঁর ক্লাবে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তারা ভাবতেই পারছেন না সাগরের কাছ থেকে বিশ্বকাপ বা ক্লাব ফুটবলের কোনও গল্প শুনতে পারবেন না।

অন্যদিকে, মৃত্যু হয়েছে আর এক ফুটবল প্রাণপ্রিয় রূপকুমার মৃধার। স্থানীয় গদামাথুর হাইস্কুলে দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল সে। প্রথমে তাকে স্থানীয় ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখান থেকে ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলতে ভালবাসত রূপকুমার। স্কুল ছুটির পর সে মাঠে ফুটবল খেলতে গিয়েছিল। খেলা চলাকালীন তাঁর পেটে বল লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। বন্ধুরাই তাকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। রাতে মৃতদেহ বাড়িতে আনলে গোটা পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে। শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাতেও। রূপকুমারের বাবা বলেন, আমার ছেলে দশম শ্রেণীতে পড়ত। খেলতে গিয়ে পেটে বল লাগে। ওখানেই পড়ে যায়। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকেপ্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা